



176030 - যবে ব্যক্ৰ্তি সন্থান লালন-পালনবে কাঠনিযবে কথা শুনবে বযিবে করতবে ভয পাচছনে

প্রশ্ন

আমার সমস্যা হল বযিবে সংক্রান্ত। আমার বযস এখন ২৯ বছর হতবে চলছে। যদণ্ডি আমি চাকুরীজীবী; কন্থিতু এখনও বযিবে করনি। আমার বযিবে করার সামর্থ্য আছে। কন্থিতু ইয়া শাইখ! যখন আমি বযিবে নানান জটলিতার কথা শুনি এবং সন্থান প্রতিপালন করার ব্যাপারে শুনি যবে, খুব কঠনি ব্যাপার। যখন পতিমাতার প্রতি সন্থানদবে অবাধ্যতা ও সন্থানদবে নযিবে নানারকম সমস্যার ঘটনাগুলো শুনি বা পড়ি তখনই আমি বযিবে করা থেকে পছযিবে আসি। উল্লেখ্য, ইনশাআল্লাহ, আমি আমার পতিমাতার প্রতি সদাচারী সন্থান। আমি এটা জানতবে পরেছেি আমার জন্য আমার পতিমাতার দযোয়া করা থেকে। আমার পতি আমাকে বলছেন যবে, আমি তোমার প্রতি সন্থিতুট। আলহামদু লিল্লাহ; আল্লাহ যবে আমাকে তোমার মত সন্থান দযিছেন। আমার পতিমাতা চান যবে, আমি বযিবে করি। কন্থিতু যখনই আমি বযিবে করতবে অগ্রসর হই তখনই আমি প্রচণ্ড ভয অনুভব করি। আমার মনে হয় বযিবে করা ছাড়ই আমি ভাল আছি। কন্থিতু, আমি আমার পতিমাতার ব্যাপারটি ভাবছি যবে, তারা আমাকে নযিবে খুশি হতবে চায়। এই দুনিয়াতবে প্রথমতঃ আমি চাই যবে, কভিবে যথা সমযবে নামায আদায় করব। দ্বিতীয়তঃ চাই যবে, কভিবে আমি পতিমাতার প্রতি তীব্র সদাচারী হব।

প্রযি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শযতান যবে ফাঁদগুলোতবে কছি মানুষবে নমিজ্জতি করে তার মধ্যবে একটি হল বাতলিবে লপিত হওয়ার ভযবে হক্ককে বর্জন করা। খারাপটাকে প্রতিহত করতবে গযিবে ভালোটাব ব্যাপারে ক্ছতা সাধন করা। অকল্যাণবে নমিজ্জতি হওয়ার ভযবে কল্যাণ থেকে দূবে থাকা। এটি শযতানবে একটি ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা)। এর মাধ্যমবে শযতান চায় যবে, মানুষকে আল্লাহর পথে আগযোনদবে সযোপানবে উন্নীত হওয়া থেকে নরিস্ত করা; অনকেই ধ্বংস হযবে গছেবে এই ওজুহাত তযোলাব মাধ্যমবে। আল্লাহ তাআলা আমাদবেকবে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করার, কল্পমবে অগ্রসর হওয়ার ও পরশ্রম করার নির্দশে দযিছেন। তিনি আমাদবে আমল কবুল করনে এবং আমাদবে কসুর মার্জনা করনে।

আপনার জন্য নসহিত হচ্ছবে—আপনি সন্থান প্রতিপালনবে ব্যর্থ যারা তাদবে নমুনাব দকিবে তাকাবনে না। যাতবে করবে, এ চত্রিগুলো আপনাব উপর আধিপত্য বসিতাব করতবে না পারবে; শেষবে আপনি এর থেকে নিজকে ছুটাতবে পারবনে না। কন্থিতু, আপনি নিশ্চিন্ত মনে আশাবাদী হযবে জীবনবে দকিবে অগ্রসর হযনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশাবাদতিকবে পছন্দ করতনে। দুনিয়াবী কযনে কল্যাণ অর্জনবে সংবাদ শুনলে তিনি খুশি হতনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবে আদর্শই হচ্ছবে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বযোত্তম আদর্শ। তিনি নারীদবেকবে বযিবে করছেন, সন্থান জন্ম দযিছেন, দাম্পত্য জীবনবে



সমস্যা মোকাবেলা করছেন, সন্তান লালন-পালন করছেন। সুতরাং বয়সে করা থেকে বরিত না থেকে এগুলো করা মানুষের জন্য কল্যাণকর ও অধিক সওয়াবময়। অতএব, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শেরে বিপরীত করবেন না।

আপনি সন্তানদেরকে নেককার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করবেন। সন্তান প্রতিপালনের পদ্ধতিগুলো জানেন নবিনে। এ বিষয়ে ব্যাপক পড়বেন যাতে করে বিষয়টির উপর আপনার যথেষ্ট জ্ঞান থাকে। যদি আপনি একটিনেককার পরিবার ও নবুয়তী আদর্শে আদর্শবান প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারেন তাহলে আপনি মহা সফলতা অর্জন করলেন এবং সদকায় জারিয়া রাখেন। মৃত্যুর পরেও আপনি সটোর নয়ামত পতে থাকবেন। আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: এক নারী তার দুই ময়ে নিয়ে আমার কাছে এসে ভিক্ষা চাইল। মহলিটি আমার কাছ থেকে একটা খজুর ছাড়া আর কিছু পলে না। আমি তাকে খজুরটি দলি। সে খজুরটি তার দুই ময়ের মাঝে ভাগ করে দলি, নিজেকে কিছু খলে না। এরপর উঠে চলে গলে। ইতিমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন এবং আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন: "কটে যদি এ ময়েদেরকে নিয়ে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তাহলে এ ময়েরো কয়ামতেরে দলি তার জন্য জাহান্নামেরে আগুন থেকে আড়াল হবে"। [সহি বুখারী (১৪১৮) ও সহি মুসলিম (২৬২৯)]

উকবা বনি আমরে (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তিরে তিনিজন ময়ে আছে, সে ময়েদেরে ব্যাপারে ধরৈয় ধারণ করে এবং তার সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরে ভরণ-পোষণ করে— এ ময়েরো কয়ামতেরে দলি তার জন্য জাহান্নামেরে আগুন থেকে আড়াল হবে"। [সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৬৬৯), আলবানী 'সহি ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি বলছেন]

ইরাক্বী (রহঃ) বলেন: الإحسان إلهين (তাদেরে প্রতি ইহসান করা) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্চে—তাদেরকে সুরক্ষা করা, তাদেরে ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য যা প্রয়োজন সটো প্রদান করা। তাদেরে স্বার্থটা দেখো। তাদেরে জন্য যা কিছু শখো আবশ্যকীয় তাদেরকে সটো শিক্ষা দেওয়া। যা কিছু বাঞ্ছিত নয় সটোর কারণে তাদেরকে ধমক দেওয়া ও শাস্তি দেওয়া। এ সবকিছু ইহসানেরে অন্তর্ভুক্ত। এমনকি প্রয়োজন হলে যদি ধমক দেওয়া হয় বা মারা হয় সটোও। ব্যক্তিরে উচিত এক্ষেত্রে নিজেরে নিয়তকে আল্লাহর জন্য একনষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিরে আশা করা। কেননা আমলসমূহ ধর্তব্য হয় নিয়তেরে ভিত্তিতে। তাদেরে প্রতি ইহসানেরে পরিপূর্ণতা হল— তাদেরে ব্যাপারে বরিক্তি, উদ্বেগ্নতা, অবজ্ঞা ও সংকোচন প্রকাশ না করা। কারণ এগুলোর প্রকাশ ইহসানকে মলনি করে দবি।

হাদিসেরে কথা: كن له سترًا من النار (তারা তার জন্য জাহান্নামেরে আগুন থেকে আড়াল হবে): অর্থাৎ আল্লাহ তাকে জাহান্নামেরে আগুন থেকে দূরে রাখার ক্ষেত্রে তারা কারণ হবে এবং জাহান্নামেরে প্রবেশ করা থেকে রক্ষা করবে। নঃসন্দহে যে ব্যক্তিরে জাহান্নামেরে প্রবেশ করবে না; সে জান্নাতেরে প্রবেশ করবে। যহেতু জান্নাত ও জাহান্নাম ছাড়া আর কোন আবাসস্থল নেই। সহি মুসলিমেরে যে বর্ণনাটি আমরা উদ্ধৃত করছি তাতে এর সপক্ষে প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা



ঐ নারীর উক্ত কর্মের কারণে তার জন্য জান্নাত অবধারতি করে দিয়েছেন। হাদিসে ময়েদেরে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যাহেতে ময়েরো দুর্বল, তাদরে পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষমতা কম, তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাদরে সুরক্ষা প্রয়োজন এবং তাদরে পছনে খরচাদি বেশী লাগে। তাছাড়া অনেকে মানুষ তাদরেককে বোঝা মনে করে ও অবজ্ঞা করে; যটো ছলেদেরে বলোয় করে না। কারণ উল্লেখিত দিকগুলোতে ছলেরো ময়েদেরে বিপরীত।

তবে, হাদিস থেকে এমনটি বুঝারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ কথাটি শুধু বিশেষ ঐ ঘটনার ক্ষেত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। সটো ছাড়া এ বাণীর আর কোন মাফহুম (নির্দেশনা) নহে। ছলেদেরে ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। [তারহুত তাসরবি (৭/৬৭)]

আরও জানতে দেখুন: 82968 নং ও 146150 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।